যুগান্তর

তারিখ 21 AUG 2017
পৃষ্ঠা ১৮ কলাম ১

শিক্ষার দ্যুতি ছড়াচ্ছে মাতুয়াইল আবদুল লতিফ ভূইয়া কলেজ

খোরশেদ আলম শিকদার

শিক্ষার দ্যুতি ছড়াচ্ছে মাতুয়াইল হাজী আবদুল লতিফ ভূইয়া কলেজ। শিক্ষার মানোন্নয়নে আধুনিক ভবন, মাল্টিমিডিয়া শ্রেণীকক্ষ, কম্পিউটার ল্যাব, ইন্টারনেট কানেকশন— সবই স্থাপন করা হয়েছে এ বিদ্যাপীঠে। ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের মাতুয়াইল মেডিকেল রোডের পাশে অবস্থিত ঐতিহ্যবাহী এ কলেজ। এ এলাকায় উচ্চ শিক্ষায় কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান না থাকায় মাতুয়াইল এলাকার শিক্ষানুরাগীরা ১৯৯৪ সালে কলেজটি স্থাপন করেন। মাতুয়াইল দক্ষিণপাড়া ক্রীড়া সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংসদের খেলার মাঠ (৫২ শতাংশ জমি) কলেজ স্থাপনের জন্য প্রদান করা হয়। মাতুয়াইল এলাকার প্রথম গ্রাজুয়েট আবদুল লতিফ ভূইয়ার নামে এলাকাবাসী কলেজেটির নামকরণ করেন।

কলেজটি প্রথমে এইচএসসি, পরে বাংলা, ইংরেজি, হিসাববিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে স্নাতক সম্মান পর্যন্ত উন্নীত হয়ে পাঠদান কার্যক্রম চালাচ্ছে। চালু হওয়ার প্রক্রিয়ায় রয়েছে সমাজ কর্ম, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থনীতি বিষয়ে অনার্স। মাস্টার্স অধিভুক্তির চেষ্টাও চলছে দ্রুত গতিতে।

কলেজে এইচএসসিতে ৩৫০ জন এবং স্নাতক সম্মানে রয়েছে সাড়ে ৪০০ শিক্ষার্থী। কলেজে রয়েছে দক্ষ ও অভিজ্ঞ ৬৩ জন শিক্ষক এবং ১২ জন কর্মচারী।

পাঁচতলা ফাউন্ডেশনের দুটি ২য় তলা ভবন রয়েছে। তাছাড়া শিক্ষা প্রকৌশলী অধিদফতরের প্রায় ৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ৮ তলাবিশিষ্ট আলহাজ হাবিবুর রহমান মোল্লা একাডেমিক ভবনের নির্মাণ কাজ চলছে। প্রতি বছরই কলেজটি ভালো ফলাফল করে সুনাম অর্জন করে আসছে। কলেজের পাঠদানে রয়েছে শিক্ষকদের মেধাভিত্তিক কলাকৌশল।

হাজী আবদুল লতিফ ভূইয়া কলেজের অধ্যক্ষ আবু নোমান মো. মতিউর রহমান যুগান্তরকে বলেন, '২০০৪ সালে আমি অধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করি। তখন আমি একটি ভবন, শিক্ষার্থী পেয়েছি ৩ জন। বর্তমানে শিক্ষার মানোন্নয়নে যথেষ্ট অবকাঠামো রয়েছে। শিক্ষার্থীরা লেখাপড়া করে যেন মানুষের মতো মানুষ হতে পারে সে দিকেই আমার খেয়াল।' তিনি আরও বলেন, ঢাকা-৫ আসনের এমপি আলহাজ হাবিবুর রহমান মোল্লার সার্বিক সহযোগিতায় কলেজটি অবকাঠামোসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে এগিয়ে যাচ্ছে। কলেজ গভর্নিং বডির তদারকিতে এবং দক্ষ শিক্ষকদের প্রচেষ্টায় ও অভিভাবকদের সহযোগিতায় সাফল্যের ধারা অব্যাহত রয়েছে।

কলেজ গভর্নিং বডির সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা মো. আনোয়ার হোসেন যুগান্তরকে বলেন, নিয়মানুবর্তিতা ও শিক্ষার গুণগতমান ধরে রাখাসহ আধুনিক শিক্ষা কার্যক্রমে শিক্ষকদের নিরলস প্রচেষ্টায় কলেজে ভালো ফলাফল নিশ্চিত হয়েছে। যুগোপযোগী শিক্ষা বিস্তারে কলেজটি আগামীতে আরো ভালো ফলাফল করবে। সেজন্য তিনি সবার সহযোগিতা চেয়েছেন।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....
তারিখ.....

চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ	
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিষ্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর